দৈনিক ইনকিলাব

২১/৩/২০০৩

তারিখ ....

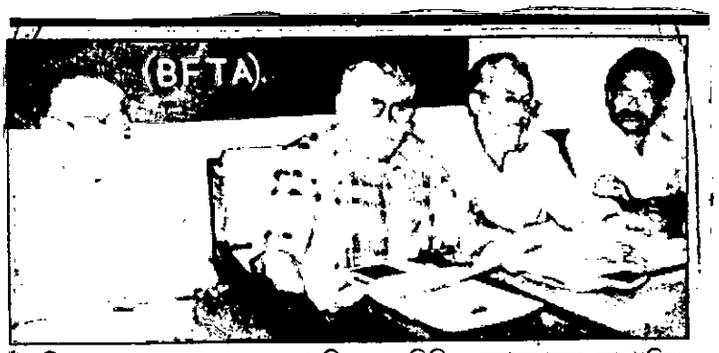

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

ইনকিলাব ঃ গতকাল বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ

শিক্ষক আন্দোলনের নতুন ধারা সৃষ্টি করা হবে

–শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন শিক্ষকদের আর্থিক সুবিধাদি আদায়ের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের যুগোপযোগী শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করতে শিক্ষক আন্দোলনের নতুন ধারা সৃষ্টি করবে।

এ লক্ষ্যে শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের প্রস্তাব হল শিক্ষকতা পেশায় মেধা আকর্ষণ করতে শিক্ষকদের জন্য পৃথক জাতীয় বেতন স্কেল প্রদান এবং পিএসসির মাধ্যমে বেসরকারী শিক্ষক নিয়োগ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সিলেবাস ও পাঠদান সম্পন্ন করা। ছাত্রছাত্রীদের শ্রেণীকক্ষে উপস্থিতি ৭৫ ভাগ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করে ফেল শব্দ না রাখা। শিক্ষকদেরকে অব্যাহতভাবে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান। শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকদের পাঠদানের ক্ষমতা যাচাই পদ্ধতি প্রবর্তন। শিক্ষার্থীর অগ্রগতির রিপোর্ট অভিভাবকদের কাছে প্রদান। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণদেরকেই কেবল পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নেয়ার সুযোগদান নিশ্চিত করা। স্থানীয়ভাবে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, প্রশাসক, প্রধান শিক্ষক, প্রিন্সিপাল এবং সুনামের অধিকারী শিক্ষকবৃন্দ সমন্বয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে একাডেমিক নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি গঠন ও কাঠামোগত বিধান নিশ্চিত করা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটিতে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত না করা, অঞ্চলভিত্তিক শিক্ষকদের বিনিময় প্রথা চালু করা এবং পরীক্ষা পদ্ধতির যুগোপযোগী সংস্কার সাধন করা।

গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবে শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে উল্লিখিত প্রস্তাবসমূহ উত্থাপন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ফেডারেশনের মহাসচিব কাজী ফারুক আহমেদ। উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের চেয়ারম্যান শেখ আমানুল্লাহ। আরও উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, প্রিন্সিপাল আসাদুল হক, প্রিন্সিপাল আবদুর রব মিয়া, নূরুন্নবী সিদ্দিকী, মোহাম্মদ আবদুল হাই, খান মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন, মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ও লুৎফুন নেছা।

সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, উল্লিখিত প্রস্তাবসমূহকে কার্যকর করা হলে আগামী বছরেই পরীক্ষার পাসের হার উল্টে গিয়ে ৭৪% পাস এবং ২৬% ফেল হতে পারে। সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ডের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ট্রাস্ট থেকে প্রাপ্য অর্থের চেক সর্বশেষ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই শিক্ষক-কর্মচারীগণ হাতে পাবেন। নতুন যারা চিঠি পাবেন তাদের ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে পাবলিক পরীক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য অবিলম্বে একটি টাস্ক ফোর্স গঠন এবং একটি জাতীয় পরীক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন আবশ্যক।